বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেত্রী বৃন্দা কারাতের জন্ম ১৯৪৭ সালে কলকাতায়। স্নাতক হন মিরান্ডা হাউস থেকে। লন্ডনের বন্ড স্ট্রিটে এয়ার ইন্ডিয়ার সদরদপ্তরে কাজ করার সময় তাঁর প্রস্তাব মেনে কর্তৃপক্ষ লন্ডন অফিসের বাধ্যতামূলক ইউনিফর্ম স্কার্টের বদলে শাড়ি করেছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রকাশ কারাতের সঙ্গে বিয়ে ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে কাজ করেছেন। পার্টির পূর্ণ সময়ের কর্মী হন ১৯৭৫ সালে। তখন থেকে দিল্লিতে। রাজ্যসভায় সদস্য হন ২০০৫ সালে। ওই বছরই পলিটব্যুরোর সদস্য হন।

শনিবার, ৩০ আশ্বিন ১৪২৭ ■ ৪১ বর্ষ ■ ১৫১ সংখ্যা

সংকীর্ণতা

বর্তমান ভারতে চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সবই একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের ভাবনাচিন্তা আলাদা আলাদা হতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ যেভাবে পান থেকে চুন খসলেই রে-রে করে উঠছেন, তাতে আশঙ্কা একটা থাকছেই। আগে এমন প্রবণতা কারও ছিল না, তা নয়। কিন্তু গত ৬ বছরে এই প্রবণতা রোজনামচায় পরিণত হয়েছে। একপ্রকারের সংকীর্ণ মানসিকতা, কূপমণ্ডূকতা ভারতীয় সমাজজীবনকে ক্রমশ গ্রাস করছে। এর মোকাবিলায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষ সরব হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করছে না কট্টরপন্থীরা। উলটে তাঁদের গায়ে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দালাল, একটি প্রতিবেশী দেশের সুরে কথা বলার অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এই অসহিষ্ণুতার শেষ কোথায়, কেউ জানে না। যে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ভারতের গর্ব বলে বিশ্বে সমাদৃত এবং সম্মানিত, সেই আদর্শের মূলে বারবার আঘাত হানা হচ্ছে। যারা এই জঘন্য কাজটি করছে, তারা এতটাই শক্তিশালী যে, বিশ্বের প্রথমসারির একটি শিল্পসংস্থাও চাপে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হল সম্প্রতি।

ঘটনার সূত্রপাত বিশ্বের অন্যতম বিত্তশালী একটি ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর অলংকার প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার একটি বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে একাত্মবোধের গরিমা প্রকাশ পেয়েছিল বিজ্ঞাপনটিতে। বিজ্ঞাপনে একটি মুসলিম পরিবার সন্তানসম্ভবা হিন্দু পুত্রবধূর জন্য হিন্দু রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার মেনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। মুসলিম পরিবারে এমন আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দু আচারে বিস্মিত পুত্রবধূ তাঁর শাশুড়ির কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইসলাম ধর্মে তো এমন প্রথা নেই। জবাবে শাশুড়ি তাঁর পুত্রবধূকে হাসিমুখে জবাব দেন, মেয়েকে খুশি রাখার রীতি-রেওয়াজ সমস্ত পরিবারেই রয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই অপূর্ব বিজ্ঞাপনটিতে যে কোনও সুস্থবুদ্ধি এবং চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের মন ছুঁয়ে যাওয়ারই কথা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে বার্তা যুগ যুগ ধরে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে, এই বিজ্ঞাপনটি তারই প্রতিফলন বলা যায়। কিন্তু কট্টরপন্থীদের চোখে এই বিজ্ঞাপনটি লাভ জেহাদের উদাহরণ হিসেবে নিন্দিত হয়। তাদের রক্তচক্ষু দেখে গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে তড়িঘড়ি বিজ্ঞাপনটি টেলিভিশনের পর্দা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তো বটেই, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও নরেন্দ্র মোদিকে একাধিকবার সেরার তকমা দিয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা। অথচ তাঁর গোষ্ঠীর অধীন ওই সংস্থার বিজ্ঞাপন দেখে কট্টরপন্থীরা রে-রে করে উঠলেও বর্ষীয়ান শিল্পপতির সমর্থনে মুখ খুলতে দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে।

আসলে এ এক বড় কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভারত। মুখে বা প্রচারে যতই ভারত আত্মনির্ভরতার পথে চলেছে বা ডিজিটাল ইন্ডিয়া হয়েছে বলা হোক না কেন, ক্ষমতার লালচোখের ভয়ে একটি কয়েক সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনকে যেভাবে সরিয়ে নেওয়া হল, তাতে ভারত ক্রমশ পিছনের দিকে এগিয়ে চলছে কি না সে প্রশ্ন জনমানসে উঁকি দিতেই পারে। শুধু গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার বিজ্ঞাপন নিয়ে নয়, সম্প্রতি দুর্গার সাজে সজ্জিত তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত জাহানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে রে-রে করে ওঠে কট্টরপন্থীরা। তাঁকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এর আগেও দুর্গাপুজোয় অংশ নেওয়া নিয়ে কট্টরপন্থীদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন বসিরহাটের সাংসদ। মুশকিল হল, কট্টরপন্থীরা ভুলে যায় যে, এদেশে সংবিধান বলে একটি বস্তু রয়েছে। সেখানে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কিছু স্বাধীনতার কথা লেখা রয়েছে। কট্টরপন্থীরা মনে করে, তারা যেটা ভাবছে, যেটা করছে, সেটাই সঠিক। কিন্তু খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার পর্যন্ত যাদের মানসিকতা কুয়োর ব্যাঙের মতো, তারা কিছুতেই মানতে পারে না যে, তার বাইরেও বিশাল জগৎ রয়েছে। সেই জগৎ আমরা-ওরা মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে সবকিছুকে আমাদের বলে চিনতে শেখায়, বুঝতে শেখায়, ভাবতে শেখায়। এই জগৎটা রয়েছে বলেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত শ্যামাসংগীত কিংবা ভারতখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফির কণ্ঠে ভজন এখনও প্রত্যেক ভারতীয়র কাছে অমূল্য বৌদ্ধিক সম্পদ। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মিসাইলম্যান বলে পরিচিত ডঃ এপিজে আবদুল কালাম তাঁর ধর্ম পরিচয় দিয়ে নয়, ভারত তথা ভুবনবিখ্যাত হয়েছিলেন একজন শিক্ষক এবং রকেট বিজ্ঞানী হিসেবে। ধর্মীয় কট্টরপন্থার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে চরম ক্ষতি হচ্ছে মানবিকতার। কট্টরপন্থার মধ্যে দিয়ে যারা সমাজজীবনে লাগাতার বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করে চলেছে, তাদের অবিলম্বে তফাত করা প্রয়োজন।

অমৃতধারা

আমরা যেমন অন্তঃপুরুষের পরতম অবস্থাকে সৎ বলি ও বাদ দিই না, তেমন দিব্য বিকিরণকেও অসৎ বলি না ও বাদ দিই না। একথা ঠিক যে আমাদের তাঁকে পাওয়া দরকার যিনি সর্বোত্তম সকল কিছুর উৎস, আবার সর্বাতীত, কিন্তু যা তিনি অতিক্রম করেন তা বাধা দিয়ে নয়, বরং অন্তঃপুরুষের এক দৃঢ় অনুভূতি ও পরম অবস্থার উৎস হিসেবে যা অপর সকল অবস্থাকে রূপান্তরিত করে আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় চেতনাকে পুনর্গঠিত করবে তার নিগূঢ় পরম সত্যের রূপে। বিশ্ব সম্বন্ধে সকল চেতনাকে আমরা আমাদের সত্তা থেকে উচ্ছেদ করতে চাই না, আমরা চাই ভগবান, সত্য এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে, যেমন বিশ্বের মধ্যে তেমন তার অতীতেও। সুতরাং আমরা যে শুধু পরমকে চাইব তা নয়, আমরা তার অভিব্যক্তিকেও চাইব। কারণ তাতে তিনি যে অনন্ত সত্তা, চেতনা ও আনন্দরূপে বিশ্বকে আলিঙ্গন করে আছেন ও তার মধ্যে লীলারত। সেই ত্রিবিধ আনন্ত্যেই তাঁর পরম অভিব্যক্তি এবং আমাদের আস্পৃহা হবে তা জানা, তাতে অংশ নেওয়া ও তা-ই হওয়া।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৭৪২

পাশাপাশি : ১। এই জগতের সকলের মাতা যে দেবী ৩। এক ধরনের পাখি ইংরেজি নাম কুইল ৫। রান্নাবান্না করার জায়গা ৭। মুসলিমদের মহরমের মিছিলে দেখা যায় ৯। প্যাকেট, বোঁচকা-বুঁচকি বা টোপলা ১১। বাবার বাবা ঠাকুরদা হলে ঠাকুরদার বাবা কে ১৪। সহবত বা ভদ্র আচরণ ১৫। নাগাল না পেয়ে শেয়াল যে গাছের ফলকে টক বলেছিল।

উপর-নীচ : ১। জনগণের রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা নেতা ২। পরস্পর বিনিময়, পালটা-পালটি বা বদলাবদলি ৩। সম্পর্ক, পিছুটান বা গতিরোধ করা ৪। দুর্গার সঙ্গে থাকেন এই দেবী, ফলও হতে পারে ৬। রেশম সুতো মেশানো এক ধরনের কাপড় ৮। প্যাঁচের জন্য বিখ্যাত এক ধরনের মিষ্টি ১০। দম ফুরিয়ে যাওয়া, কাহিল ভাব বা ঝিমিয়ে পড়া ১১। যিনি প্রণয়ন করেছেন বা রচনা করেছেন ১২। প্রশিক্ষণ দেওয়া বা প্রশিক্ষণ নেওয়া ১৩। দুর্গার প্রতীক হিসেবে নবপত্রিকায় এই গাছ থাকে।

সমাধান ■ ২৭৪১

পাশাপাশি : ১। অন্নদা ৩। মাছি ৫। হকি ৬। মামদো ৮। রজন ১০। দপ্তর ১২। বিছানা ১৪। বিভু ১৫। নিষ্ক ১৬। জামাই।

উপর-নীচ : ১। অস্থাবর ২। দাহদিন ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। বিবি ১০। দশভুজা ১১। রইরই ১৩। ছাউনি।

উৎসবে প্রশাসনের কাছে কাম্য রাজধর্ম পালন

বিধানসভা ভোটের বাদ্যি বেজে উঠেছে। দৈনিক সংক্রমণ যে দেশে এখন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ, সেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নিত্যদিনের কর্মসূচি আমাদের আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিবাদের নামে স্বাস্থ্যবিধিকে ফুৎকারে উড়িয়ে সাধারণ নাগরিকের ঝুঁকি আরও বেশি বাড়ানো হচ্ছে। লিখেছেন বিজন চক্রবর্তী।

করোনা আবহ আজ সর্বজনীন পর্যায়ে উপনীত। স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে অচলায়তন তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। এই ভাইরাসটি সম্পর্কে প্রত্যেকদিন নিত্যনতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। এই সংক্রমণকে আমরা এখনও নিয়ন্ত্রণ করে উঠতে পারিনি। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) থেকে আমাদের দেশের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) প্রত্যেক মুহূর্তে আশঙ্কা প্রকাশ করছে সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ের হামলার সম্ভাব্যতা নিয়ে। সম্প্রতি আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন একটি গবেষণাপত্রে জানিয়েছে, বদ্ধ পরিবেশে বাতাসবাহিত হয়ে ছয় ফুটের বেশি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে করোনা ভাইরাস। অর্থাৎ এই ভাইরাসের বাতাসবাহিত হওয়ার তত্ত্বকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা যাচ্ছে না। এদেশের একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, করোনা ভাইরাস জিনগত মিউটেশনের মাধ্যমে প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরাজ্যে গোষ্ঠী সংক্রমণের তত্ত্বকে মান্যতা দিয়েছেন। ভ্যাকসিন কবে নাগাদ সাধারণ মানুষের নাগালে আসবে, হলফ করে সেকথা সরকারও জানাতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে জীবন না জীবিকা, কার অগ্রাধিকার, তা নিয়ে দোটানা তৈরি হচ্ছে। একটানা লকডাউন দীর্ঘদিন চলতে পারে না। পৃথিবীজুড়েই এনিয়ে এখন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে যা যে কোনও দেশের সরকারের পক্ষেই বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

ইতিমধ্যে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ একাধিক নামী, দামি রেটিং সংস্থা বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মান কতটা নামতে পারে, সে বিষয়ে নিজেদের মতো করে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছে। শেষ ত্রৈমাসিকে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ভারতবর্ষে গত বছরের নিরিখে অন্তত ২৪ শতাংশ জিডিপি সংকুচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশে আনলকও শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্মুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগছে। ব্যাহত হচ্ছে সরকারি রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াও। পৃথিবীর প্রায় সব অর্থনীতিবিদ বলছেন, সরকার আরও বেশি করে নগদ সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হোক যাতে মানুষের ব্যয়ক্ষমতা তৈরি হয়। এতে চাহিদা সৃষ্টি হবে বাজারে। অর্থনীতি স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাবে। যদিও এমন সময়ে আর্থিক ঘাটতিকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশ কতটা সেই রাস্তায় হাঁটতে পারে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। ঋণের 'মোরাটোরিয়াম' সরকার বেঁধে দিয়েছে এবং তার সুদ মেটানো নিয়ে জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। বিভিন্ন বণিক ও শিল্প সংগঠন ঋণ কিস্তি বিলম্বিত হওয়ার কারণে দায়ভার হিসেবে তৈরি হওয়া সুদের ওপর ছাড় দাবি করেছে। এমতাবস্থায় চলতি মাসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ শারদোৎসব এসে পড়েছে। তারপর দীপাবলি সহ একাধিক উৎসবের মরশুম।

আইসিএমআরের মতো গবেষণা সংস্থা এবং সমস্ত বিশেষজ্ঞ একযোগে সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন। তাঁরা আশঙ্কাপ্রকাশ করছেন, সরকার, পুজো কমিটিগুলি এবং সাধারণ মানুষ যদি সাবধান না হয়, তাহলে সংক্রমণ মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে কেরলের ওনাম উৎসবকে তাঁরা উদাহরণ হিসেবে টেনে আনছেন। এতদিন দেশের মহামারি অবস্থার মধ্যেও কেরলে সংক্রমণ ছিল জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে কম। ওনাম পালিত হওয়ার পর সেই রাজ্যে সংক্রমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মহামারিজনিত অবস্থায় পুজোবিধি প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, কনটেনমেন্ট জোনে পুজো করা যাবে না। এই রাজ্যে আবার অন্যরকম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে সমস্তরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুজো কমিটিগুলিকে অনুমতি দেওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। সমস্ত পুজো কমিটিকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। পুজোর উদ্যোক্তারা এতে যারপরনাই উৎসাহিত। বিভিন্ন চ্যানেলের প্রস্তুতিপর্ব দেখে মনে হচ্ছে, পুজোর উৎসবে কোনও ঘাটতি নেই। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এবার কি উৎসব পালনে আমরা কিছুটা ব্যতিক্রমী হয়ে উঠতে পারি না?

বিধানসভা ভোটের বাদ্যি ইতিমধ্যে বেজে উঠেছে। দৈনিক সংক্রমণ যে দেশে এখন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ, সেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নিত্যদিনের কর্মসূচি আমাদের আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ডান, বাম, তৃণমূল, বিজেপি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদ সংগঠিত করার নামে স্বাস্থ্যবিধিকে ফুৎকারে উড়িয়ে নিত্যদিন যা চলেছে, তাতে সাধারণ নাগরিকের ঝুঁকি আরও বেশি বাড়ছে। কিছু বলার নেই, সবার বক্তব্য, তারা মানুষের জন্য এসব করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাথরসের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল হল। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেনন, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে নবান্ন অভিযান হল। শিলিগুড়িতে বাম-কংগ্রেসের যৌথ মহামিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, যিনি নিজে চিকিৎসক। ধরেই নেওয়া যায়, মহামারি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি কী হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট অবগত। যদি কিছু সংখ্যক উপসর্গবিহীন সংক্রমণযুক্ত মানুষও সেখানে থেকে থাকেন, তবে আগামীতে পরিস্থিতি কী হতে পারে, তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, তবে কি রাজনৈতিক দলগুলি, যারা মানুষের জন্য কাজ করে বলে দাবি করে থাকে, তারা পথে নামবে না?

কোভিড পরিস্থিতিতে পৃথিবীর আর্থসামাজিক খোলনলচে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেকদিন। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের টাকা খরচ করে চলেছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতির নামে ধারাবাহিক অবিমৃশ্যকারিতার পথে হেঁটে চলেছে। এনিয়ে কোনও চর্চা নেই, নেই কোনও আত্মসমীক্ষা যা আগামীদিনে সমাজকে দিশা দেখাতে পারে। যেটা নিত্যদিন হয়ে চলেছে, সেটা হল, সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার স্বাক্ষর রেখে কোনও স্বাস্থ্য প্রতিবিধান না মেনে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করছে। ইতিমধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রায় চল্লিশজন ডাক্তার সংক্রামিত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন, সংক্রমণে রাশ টানা সম্ভব না হলে বিষম বিপর্যয় সমাগত। এইরকম একটি কঠিন পরিস্থিতিতে উপস্থিত হতে চলেছে শারদোৎসব। ধর্মীয় মেরুকরণ, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা কোনও একটি স্থান বা রাজ্যের সংখ্যাগুরুর আধিক্যে প্রভাবিত হয়ে প্রশাসন বা রাজনৈতিক দলগুলি যদি ভোট ভাগাভাগির কথা বিবেচনায় রেখে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা স্বাস্থ্যের নিরিখে আত্মহননের শামিল হওয়ার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে আগামীদিনে। আবেগকে প্রাধান্য দিয়েও প্রকৃত রাজধর্ম পালন করতে উদ্যোগী হতে হবে প্রশাসনকে যাতে ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও জীবন ও জীবিকার একটি সুষম সহাবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। আবেগকে বশে রেখে যাবতীয় ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিভাজনকে সরিয়ে রেখে মহামারির বাস্তব পরিস্থিতির যূপকাষ্ঠে ধর্মাচরণ করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, কোনও ধর্ম বা আচরণের স্বঘোষিত দাম্ভিক প্রকাশ স্বল্পকালীন পরিস্থিতিতে উন্মাদনা বা ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করে মাত্র। এটা যে কোনও ধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র, কোনও ধর্মেরই অন্তরাত্মা নয়। এই মহামারি পরিস্থিতিতে তাই আসন্ন বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠান, আচরণ বা উৎসবের প্রকাশে সব ধর্মের মানুষকেই সচেতন থাকতে হবে। কোভিড পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের সামনে সুযোগ তৈরি করেছে ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে যেতে। সেই প্রতিপাদ্য হল, ধর্মের ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ রেখে ধর্মাচরণ করা। দায়ভার আমার, আপনার, প্রশাসন, সবার।

(লেখক নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব)

> কঠিন পরিস্থিতিতে উপস্থিত হতে চলেছে শারদোৎসব। ধর্মীয় মেরুকরণ, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা কোনও একটি স্থান বা রাজ্যের সংখ্যাগুরুর আধিক্যে প্রভাবিত হয়ে প্রশাসন বা রাজনৈতিক দলগুলি যদি ভোট ভাগাভাগির কথা বিবেচনায় রেখে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা স্বাস্থ্যের নিরিখে আত্মহননের শামিল হওয়ার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে আগামীদিনে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ডাকবিভাগ সক্রিয় হোক, যত্নবান হোক

১৯ সেপ্টেম্বর কালিয়াগঞ্জ বড় পোস্ট অফিসে স্পিড পোস্ট করার জন্য যাই। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য পোস্ট করা সম্ভব হল না। মাঝেমাঝেই এরকম হয়। অভিযোগ লিখে এসেছি। বাধ্য হয়ে কর্ণজোড়া গিয়ে স্পিড পোস্ট করলাম। ই-মেল ও সাধারণ ডাকের মাধ্যমে বালুরঘাট হেড পোস্ট অফিসে অভিযোগ করলাম, রিমাইন্ডার দিলাম। কিছু হল না। এরপর ৫ অক্টোবর আবার স্পিড পোস্টের জন্য গেলাম। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হল না। আবার কর্ণজোড়া গিয়ে করতে হল। কালিয়াগঞ্জ শহরের কলেজপাড়া ও মহেন্দ্রগঞ্জ অফিসের একই হাল। এই প্রসঙ্গে বলি, বড় পোস্ট অফিসের বাইরের পোস্টবক্স অকেজো থাকায় সাধারণ চিঠি সুবিধেমতো পোস্ট করা যায় না। অফিসটাইমে অফিসের পোস্টবক্সে পোস্ট করতে হয়। অন্য পোস্ট বক্সে ভরসা পাওয়া যায় না। পোস্টাল অর্ডার না পাওয়ায় কলকাতা থেকে আনাতে হল। কুরিয়ারে ২৯ সেপ্টেম্বর দেওয়া হয়, ৩০ সেপ্টেম্বর আমি পেয়ে গেলাম। খরচ ১৫ টাকা। স্পিড পোস্টে দিলে ৪১ টাকা। সময় নিল চার থেকে পাঁচ দিন। বলার উদ্দেশ্য হল, আমরা চাই সরকারি সংস্থা বজায় থাকুক। শুধু প্রাইভেট হলে অসুবিধা আছে। তাই সরকারি সংস্থা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কর্মীবন্ধুদের নিজের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।

সর্বত্র পানীয় জল দেওয়া হোক

দৈনন্দিন কাজে জল অপরিহার্য। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ির প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ পানীয় জল পেয়ে থাকেন। কিছু এলাকা যেমন, শ্মশানঘাট, হাসপাতাল ইত্যাদি এলাকা ব্যতীত শহরের অন্যত্র সকাল ও সন্ধ্যায় টাইমকলে পানীয় জল পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ টাইমকলে কোনও বিবকক নেই। টাইমকল থেকে অবিরাম জল পড়তে থাকে। এভাবে জলের অপচয় হয়। অথচ শহরের অনেক এলাকায় পানীয় জলের সংকটে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। জলের জার নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ান তাঁরা। একদিকে পানীয় জলের সংকট, অন্যদিকে জলের অপচয়, সত্যিই দুঃখজনক। আবার শহরের কিছু এলাকায় বিশেষ করে অলিগলিতে টাইমকলে জল আসে না। এলেও ১০-১৫ মিনিট থাকে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, শহরের সর্বত্র পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অবিলম্বে জলের অপচয় বন্ধ করা হোক।

যিশুতোষ সেন, ইসকন রোড, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

বেহাল জাতীয় সড়ক

জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় থেকে ময়নাগুড়ি ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কটি প্রায় তিন বছর ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তাটি খানাখন্দে ভর্তি, এমনকি যানবাহন চলাচলের অযোগ্য। সাধারণ মানুষ খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। রাস্তার এমন অবস্থা যে, ধান গাছ পুঁতে দিলে বড় হয়ে যাবে। অথচ প্রশাসন জাতীয় সড়ক নিয়ে বড়ই উদাসীন। সরকারের উদাসীনতার কারণেই জাতীয় সড়কের এই অবস্থা।

সুব্রত খাসনবিশ, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি।

বাবা-মায়ের পুজো

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'সেনবাড়িতে বাবা-মায়ের পুজো' শিরোনামে সংবাদটি পরিবেশন করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, যে সমাজে বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা সন্তানের দ্বারা উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হন, সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-২ অঞ্চলের হেলাপাকড়িতে যৌথ সেন পরিবারের সদস্যরা জ্যান্ত দেবদেবী (বাবা-মা)-র সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে ১৫ বছর ধরে পুজো করছেন। সেন পরিবারের সদস্যরা মনে করেন, প্রাণহীন মাটির মূর্তির পুজো করার চেয়ে সামনে থাকা জ্যান্ত দেবদেবী (বাবা-মা)-কে পুজো করলে ঈশ্বরের কৃপা বেশি করে পাবেন।

শ্যামল বসু, নেতাজিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ব্যবসায়ীদের ভাতা দিন

মহামারি মোকাবিলায় প্রশাসনের কড়া নির্দেশে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকতে হয়েছে। অনেকে কাজ হারিয়ে আর্থিক অনটনে পড়েছেন। ছোট থেকে বড়, সব ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। এই অবস্থায় আর্থিক দিক থেকে যাঁরা নিঃস্ব, সরকার থেকে তাঁদের মাসোহারা দেওয়া দরকার। ব্যবসা-বাণিজ্য যতক্ষণ স্বাভাবিক না হয়, ততদিন পর্যন্ত মাসোহারা দেওয়া দরকার। এইসব মানুষের কথা চিন্তা না করে মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যের নথিভুক্ত প্রতিটি পুজো কমিটিকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এটা একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত। করোনা পরিস্থিতিতে অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। সংক্রমণ চলছেই। এখনও ভ্যাকসিন পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে পুজোর আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে। পুজো কমিটিগুলি সংযম ও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সাধারণভাবে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব, মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান দেওয়ার বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

শিপ্রা শিকদার
মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি

দিন-দিন যেভাবে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ছে, তাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে ওষুধ কেনা মুশকিল হয়ে উঠেছে। ওষুধ কোম্পানিগুলির ওপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ, অন্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের প্রতিটি জেলা, প্রতিটি মহকুমায় জনঔষধি স্টোর খোলার ব্যবস্থা করুন। সেখান থেকে দুঃস্থরা কম দামে ওষুধ কিনতে পারবেন।

অরুণকুমার বিশ্বাস
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677